বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪

কীট-পতঙ্গ বাহিত সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি এড়াতে চাই সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা

প্রেক্ষাপট:

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে মূলত গ্রীষ্ম প্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং স্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার ফলে সংক্রামক ব্যাধিসমূহ বিস্তার লাভ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ি বিশ্বের সংক্রামক ব্যাধির ১৭ শতাংশই বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ যেমন- মশা, মাছি, ছারপোকা, শামুক ও অন্যান্যর জন্য দায়ী। সারাবিশ্বে ২০১২ সালে ৬ লক্ষেরও অধিক লোক ভয়াবহ পতঙ্গবাহিত রোগ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। অন্যদিকে ৪০ শতাংশ লোকেরই অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভকারী রোগ ডেঙ্গুর ঝুঁকি রয়েছে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪ শতাংশ শহরে বাস করে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে বসবাসকারী সকলের সুস্বাস্থ্য তথা সকলের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ। এদেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে পতঙ্গ বাহিত রোগ হিসেবে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি ও সরকারসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪:

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)'র সদস্য। জনগণের মৌলিক অধিকার- স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের বিভিন্ন বছরের নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারের স্বাস্থ্য নীতি ২০১১-তেও নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে এবং এর কর্মকৌশল (৩২) এ সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় সেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবছর ৭ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সচেতনতা তৈরির জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে মূল বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উদযাপনে 'কীট-পতঙ্গ বাহিত সংক্রামক ব্যাধি' বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উদযাপনে জাতীয় পর্যায়ে **'মশা-মাছি দুরে রাখি, রোগ-বালাই মুক্ত থাকি'** শীর্ষক শ্লোগান গ্রহণ করেছে।

দিবসের উদ্দেশ্য:

এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো:-

- মশা-মাছি বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও সুরক্ষার জন্য দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি;
- জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের হার হ্রাস ও আন্তর্জাতিক প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপকে শক্তিশালী করে তোলা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ ও টিআইবি:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মতোই স্বাস্থ্য বিষয়েও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী ৪৫টি এলাকায় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহায়ক হিসেবে ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম সেবা প্রদান এর অন্যতম। এছাড়াও ৭

এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক গোলটেবিল আলোচনা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে র‍্যালি, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে।

প্রতিবছরের মতো এবারও ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উদযাপনে টিআইবি সচেষ্ট। এবারের মূল প্রতিপাদ্য অনুযায়ি টিআইবি সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি এর নিরাময়ে সেবা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার আহ্বান জানায়। ম্যলেরিয়া, ডেঙ্গু ও কালাজ্বরের মতো সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধে প্রথমত শহর-নগরে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও খাদ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়েরও সম্পৃক্ততা থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী সংক্রামক ব্যাধির প্রসার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব। সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি এড়াতে কেবল জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিই নয় বরং সরকারের রূপকল্প অনুয়ায়ি ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সর্ম্পূণ নিরাময়করণের এক ধাপ হিসেবে সংক্রামক ব্যাধির কার্যকর প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সেবা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ের অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যেও বিশেষত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, শিক্ষা ও সেবা প্রদানের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে যা খুব সীমিত হলেও বিশ্বব্যাপী সংক্রামক রোগের বিস্তার হ্রাস ও মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষাপটে টিআইবি বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগজনক সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিরাময়ে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে -

- সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করতে হবে;
- গ্রামীণ ও শহরের অধিবাসীদের কীট-পতঙ্গ বাহিত রোগ তথা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও কালাজ্বর সংক্রমণ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- মন্ত্রণালয় থেকে প্রান্তিক পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে;
- জনবল বরাদ্দের ক্ষেত্রে এলাকার জনসংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। সদর হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়কের পদসহ সকল শূন্য পদ পূরণ করতে হবে;
- জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনাসহ সুনির্দিষ্ট নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে গণপূর্ত বিভাগকে আরও সক্রিয় হতে হবে; অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে এবং গণপূর্ত বিভাগের সাথে সমন্বয় বাড়াতে হবে। এই বিভাগে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ডেপুটেশনে কর্মকর্তা দেওয়া যেতে পারে;
- জনসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক ও সফল প্রচারের লক্ষ্যে বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি কর্মসূচির সাথে যুক্ত করতে হবে;
- গণমাধ্যম, এসএমএস, বিল বোর্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণার জন্য বরাদ্দ বা আয়ের অংশ থেকে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org;
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org